শজারুর কাঁটা : হৃদয় বনাম হৃৎপিণ্ডের দ্বৈরথ

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত

মুখপাত

গোয়েন্দা কাহিনির প্রতি পাঠকের অনিবার্য একটি আগ্রহ লক্ষ করা যায় যার মূলে নিহিত রয়েছে মানুষের স্বভাব-অনুসন্ধিৎসু মন এবং অপরাধমূলক ঘটনা সম্পর্কে ও রহস্য রোমাঞ্চের প্রতি অবচেতন আকর্ষণ। তাই তথাকথিত 'এলিট' সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও গোয়েন্দা-কাহিনি নিঃসন্দেহে সাহিত্যের দরবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য যার রয়েছে নিজস্ব 'ফ্যানবেস' তথা মুগ্ধ ও একনিষ্ঠ পাঠকগোষ্ঠী। বাংলা সাহিত্যেও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলায় গোয়েন্দা-কাহিনির জনপ্রিয়তা দীর্ঘকালের। সেই ধারায় অত্যন্ত পরিচিত ও আদৃত লেখক হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই সঙ্গে তুমুল পরিচিত ও আদৃত তাঁরই সৃষ্ট নিখাদ বাঙালি গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সী যে নিজেকে গোয়েন্দার পরিবর্তে সত্যান্বেষী বলতেই পছন্দ করে।

ব্যোমকেশের সঙ্গে পরিচয়ের আগে আলাপ সেরে নেওয়া যাক তার স্রষ্টার সঙ্গে: শরদিন্দুর জন্ম ১৮৯৯ সালের ৩০ মার্চ উত্তরপ্রদেশে। ১৯১৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্যে কলকাতায় এসে তিনি ভর্তি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৮ সালে অত্যন্ত অল্পবয়সে বিয়ে হয়ে যায় তার। ছাত্রাবস্থায় পারুল দেবীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তিনি ব্রতী হন আইন নিয়ে পড়াশোনায়। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে পারিবারিক প্রয়োজনে তিনি মুঙ্গেরে ফিরে যান। তবে ১৯২৫-এ তিনি পাটনা ল-কলেজ থেকে আইন পাশ করে বাবার সহকারী হিসেবে ওকালতি শুরু করেন। কিন্তু অল্পবয়স থেকে যে সাহিত্যপ্রীতি তাঁর জীবনের সঙ্গে জুড়ে ছিল সেই টানেই ১৯২৯ সালে আইন-জীবিকা ছেড়ে তিনি সাহিত্যসৃষ্টিকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্র প্রীতির পাশে কালিদাসের রচনাও তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। এছাড়া তিনি আর্থার কোনান ডয়েল, এডগার অ্যালান পো, আগাথা ক্রিস্টি প্রমুখ বিদেশি সাহিত্যস্রষ্টাদেরও একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। গোয়েন্দা গল্পের ও রহস্য কাহিনির প্রতি তাঁর এই মনোযোগ তার সাহিত্যজীবনে বিশেষ অভিঘাত সৃষ্টি করেছে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য যে শুধুমাত্র গোয়েন্দাকাহিনি নয়—শরদিন্দুর সৃষ্টিসম্ভারে অত্যন্ত উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভৌতিক গল্প ও শিশু কিশোর কাহিনিরও। তাছাড়াও রয়েছে মজার স্বাদের লঘু হাসির গল্পও।—যে